প্রশ্ন ২ ▌ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ বিশ্লেষণ করো।

উত্তর ঃ সাধারণভাবে বলা যায়, মার্কিন জোট এবং সোভিয়েত জোট—কোনও পক্ষেই যোগ না দিয়ে উভয় পক্ষের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াই হল জোটনিরপেক্ষ নীতির মূল কথা। **স্প্রাউট ও স্প্রাউট** (Sprout and Sprout) বলেছেন, জোটনিরপেক্ষ বলতে সেইসব রাষ্ট্রকে বোঝায় যারা সোভিয়েত গোষ্ঠী এবং ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর বাইরে আছে এবং এই দুই গোষ্ঠীর নানাবিধ প্রভাব থেকে মুক্ত। **বার্টন** (Burton)-এর মতে, জোটনিরপেক্ষতা বলতে সাধারণভাবে সেইসব দেশের বৈদেশিক নীতিকে বোঝানো হয় যারা কমিউনিস্ট জোট অথবা পশ্চিমি জোট—কোনও জোটের সঙ্গেই জোটবদ্ধ নয় ("The term non-alignment is commonly used to describe the foreign policies of nations which are not in an alliance with either the communist or the western bloc.")।

জোটনিরপেক্ষ নীতির অন্যতম প্রধান স্থপতি **জওহরলাল নেহেরু** জোটনিরপেক্ষতাকে একটি গতিশীল ও ইতিবাচক নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ইতিবাচকভাবে বললে, জোটনিরপেক্ষতা হল স্বাধীনভাবে কাজ করার নীতি অনুসরণ ("Non-alignment is freedom of action which is part of independence.")। আর নেতিবাচক ভাবে বললে, জোটনিরপেক্ষতা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা (passive neutrality) নয়, আবার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে সমদূরত্ব বাজায় রাখার নীতিও নয়। নেহেরু বলেছেন, যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন এবং ন্যায়নীতি আক্রান্ত, সেখানে আমরা কখনই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না ("Where freedom is endangered and justice thereatened, we cannot and shall not be neutral.")। বস্তুত জোট নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করলেও ভারত কখনই আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেনি। কোরিয়া যুদ্ধ, কঙ্গো সংকট, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন মতামত জ্ঞাপন করেছে। এ ছাড়া যুদ্ধ, আগ্রাসন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, আণবিক মারণাস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ভারত সরব হয়েছে। আবার একই সঙ্গে জোটভুক্ত দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত আদানপ্রদান চালিয়ে গেছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৬ ▌ নির্জোট আন্দোলনে ভারতের ভূমিকা আলোচনা করো। *[C.U. 2013]*

উত্তর : ভারত বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছে। জোটনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, ভারত কোনো দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে নেহেরু বলেছিলেন, "যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন এবং ন্যায়নীতি আক্রান্ত, সেখানে আমরা কখনোই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না।"

বস্তুত জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও ভারত আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেনি। কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কঙ্গো সংকট, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত সক্রিয় থেকেছে। একদিকে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন-আমেরিকায় জাতীয় আন্দোলনগুলির প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসী নীতি ও ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে ভারত জাতিপুঞ্জ সহ যে-কোনো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বা সম্মেলনে বা শীর্ষবৈঠকে অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে। বস্তুত একটা সময় বিশ্বের এমন কোনো আন্তর্জাতিক বিষয় ও সমস্যা ছিল না যেখানে ভারত বলিষ্ঠভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি।

সমালোচকদের মতে, ভারতের জোটনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সরব হয়েছে, কিন্তু ১৯৬৮ সালে এবং ১৯৮০ সালে যথাক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত নীরব থেকেছে। আবার ১৯৯০ সালের শুরু থেকে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় এবং বিশ্বজুড়ে মার্কিন আধিপত্যবাদের প্রেক্ষিতে ভারত তার জোটনিরপেক্ষ নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন আধিপত্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

প্রশ্ন ৭ ▌ ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। *[B.U. '10, '12, '15]*

উত্তর : ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **পঞ্চশীল নীতি** অনুসরণ। এই পঞ্চশীলের নীতিগুলি হল— (ক) প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, (খ) অনাক্রমণ, (গ) অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, (ঘ) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য এবং (ঙ) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

(ii) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল **জোটনিরপেক্ষতা**, যার অর্থ বিশ্বের কোনো শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থেকে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

Scanned with CamScanner

(iii) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল **সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা**। ভারত একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসী নীতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে।

(iv) সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটিস্থাপন, বিদেশে পুতুল সরকার গঠন, নাশকতামূলক কার্যকলাপে উৎসাহদান, ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে বিদেশে সরকারের পতন ঘটানো— প্রভৃতি **সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নতুন নতুন কৌশলকে** (যাকে নয়া-উপনিবেশবাদও বলা হয়) ভারত তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছে।

(v) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর একনিষ্ঠ **বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধিতা**। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের শ্বেতাঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুসৃত বর্ণবৈষম্য নীতিকে ভারত কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে।

(vi) **অন্যান্য :** ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপর আস্থা রাখা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ইত্যাদি।

খ অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান ২

প্রশ্ন ১ ▌ বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্র নীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কোনো রাষ্ট্র বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করে তাকে বলে বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্র নীতি। রডি, অ্যান্ডারসন ও ক্রিস্টল বলেছেন, পররাষ্ট্রনীতি বলতে এমন কতকগুলি নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করা বোঝায়, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করে এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষা করে।

প্রশ্ন ২ ▌ পররাষ্ট্রনীতির বাহ্যিক উপাদান বা নির্ধারকসমূহ কী?

উত্তর : পররাষ্ট্রনীতির বাহ্যিক উপাদান বা নির্ধারকসমূহ হল— (ক) বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (খ) বিশ্বজনমত, (গ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, (ঘ) প্রতিবেশী নয় অথচ দেশের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এমন দূরবর্তী দেশের ঘটনা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩ ▌ পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি কী?

উত্তর : পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি হল— (ক) ভৌগোলিক অবস্থান, (খ) জনসংখ্যা, (গ) অর্থনৈতিক অগ্রগতি, (ঘ) ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, (ঙ) সামরিক সামর্থ্য, (চ) মতাদর্শগত অবস্থান, (ছ) সরকার, (জ) জাতীয় নেতৃত্ব ও কূটনীতির গুণগত মান, জাতীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪ ▌ পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য নির্ধারক কোন্‌টি?

উত্তর : যে-কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য নির্ধারক হল জাতীয় স্বার্থ।

প্রশ্ন ৫ ▌ বান্দুং সম্মেলন কী? এটি কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বান্দুং সম্মেলন হল আফ্রো-এশীয় দেশগুলির এক ঐতিহাসিক সম্মেলন। এটি ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ৬ ▌ বান্দুং সম্মেলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব কী?

উত্তর : এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরের থেকে নিজেদের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে জোটনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এ.কে. নারায়ণ-এর মতে, বান্দুং সম্মেলনে জোটবদ্ধ এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়েই জোটনিরপেক্ষতার জয়যাত্রা শুরু হয়।

প্রশ্ন ৭ ▌ জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় এবং কবে অনুষ্ঠিত হয়? *[B.U.'14]*

উত্তর : জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৮ ▌ ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের দুটি মূল কারণের উল্লেখ করো। *[B.U. 2010]*

উত্তর ঃ ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার পিছনে দুটি প্রধান কারণ হল ঃ

(১) পৃথিবীর সকল দেশের কাছ থেকে ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতিকে উন্নত করা; এবং

(২) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে সকল রাষ্ট্র বা জোটের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

প্রশ্ন ৯ ▌ ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

উত্তর ঃ জোটনিরপেক্ষতা, পঞ্চশীল, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরোধিতা, নিরস্ত্রীকরণ, অনাক্রমণ, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা, মানব কল্যাণে আণবিক শক্তির ব্যবহার, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০ ▌ জোটনিরপেক্ষতা কী?

উত্তর ঃ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ হল বিশ্বের কোনো শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থেকে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা। আরও পরিষ্কার করে বললে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোটের উদ্ভব ঘটে, তার কোনটির সঙ্গে যুক্ত না থাকাই হল জোটনিরপেক্ষতা। তবে জওহরলাল নেহেরুর মতে, জোটনিরপেক্ষতা হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার নীতি অনুসরণ।

প্রশ্ন ১১ ▌ জোটনিরপেক্ষতা ও নিরপেক্ষতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।

উত্তর ঃ জোটনিরপেক্ষতা বলতে কার্যক্ষেত্রে সামরিক জোট থেকে দুরত্ব বজায় রাখার নীতিকে বোঝায়। তবে জোট নিরপেক্ষতা মানে এই নয় যে, যুদ্ধ, শান্তি অথবা ন্যায়-নীতির প্রশ্নে নীরব এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে।

অপরপক্ষে, নিরপেক্ষতা বলতে যে-কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার ব্যাপারে নিস্পৃহ মনোভাব বা ঔদাসীন্য প্রদর্শনকে বোঝায়। দ্বিতীয়ত কোনো দেশকে নিরপেক্ষ বলে পরিগণিত হতে হলে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন, কিন্তু জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে পরিচিত হতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন ১২ ▌ পঞ্চশীল নীতি কী?

উত্তর ঃ পঞ্চশীল হল পাঁচটি নীতি, যথা— (১) প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, (২) অনাক্রমণ, (৩) অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ভারত তার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি নীতি অনুসরণ করে চলে। ১৯৫৪ সালে ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির প্রস্তাবনায় সর্বপ্রথম এই পঞ্চশীল নীতিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন ১৩ ▌ সিমলা চুক্তি কত সালে কোন্ কোন্ দেশের মধ্যে সম্পাদিত হয়?

উত্তর ঃ সিমলা চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৭২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে।

প্রশ্ন ১৪ ▌ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারত যেসব চুক্তি সম্পাদন করেছে তার মধ্যে যে-কোনো দুটির উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারত যেসব চুক্তি সম্পাদন করেছে সেগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি চুক্তি হল ঃ (১) মহাকালী চুক্তি (২০১০) এবং (২) সিমলা চুক্তি (১৯৭২)। প্রথমটি নেপালের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি পাকিস্তানের সঙ্গে।

Scanned with CamScanner